হাওয়ার্ড গার্ডনারের 'একাধিক বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব'

মৌখিক-ভাষাগত বুদ্ধিমত্তা (Verbal-Linguistic Intelligence): ভাষা,পড়া,লেখা এবং বলা-এইসমস্ত বিষয়ই মৌখিক-ভাষাগত বুদ্ধিমত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং বিবেচ্য। এখানে ক্রম বা বিন্যাস ও অর্থগত দিক থেকে বলায় এবং লেখায় শব্দের গুরুত্ব বিচার করা হয়ে থাকে। একইসঙ্গে লক্ষ্য রাখা হয় ভাষার যথাযথ ব্যবহারের দিকেও। সমাজ-সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে একটি ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানান দিক-তার বাগধারা,শব্দের কারুকৃতি এবং ইডিয়মও এই বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ বিচার্য বিষয়।

এই বিশেষ বুদ্ধিমত্তা যাঁর থাকে তিনি কোনও বিষয় পড়া,বলা বা লেখার ক্ষেত্রে সুদক্ষ হন। শব্দচয়ন থেকে শব্দবিনির্মাণের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক থাকে। তিনি শব্দ নিয়ে নানান চিন্তা থেকে শুরু করে কাব্যচর্চা,গদ্যরচনার মতো সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দেন। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন-তর্কও করেন। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিধিবদ্ধ (formal) বক্তব্যও রাখেন। মননশীল লেখালিখি বা মজার কথা বলাতেও এঁদের জুড়ি মেলা ভার। নতুন নতুন শব্দের সন্ধান বা নিত্যনতুন বিষয় নিয়ে লেখা কিংবা কোনও বিষয় সম্পর্কে নিরত অনুসন্ধানে এঁরা নিজেদের নিয়োজিত রাখেন।

গাণিতিক-যৌক্তিক বুদ্ধিমত্তা(Mathematical-Logical Intelligence):সংখ্যা, গণিত আর যুক্তির ভিত্তিতে গাণিতিক-যৌক্তিক বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনে ক্রমাগত ঘটে চলা চিত্রগত-সংখ্যাগত-দৃশ্যগত-বর্ণগত এবং এরকম আরো অনেক রূপ-নির্মিতি(Pattern)র ব্যাখ্যা দেয়। রূপনির্মাণের বাস্তবক্ষেত্র থেকে শুরু করে এই বুদ্ধিমত্তা মানুষকে উন্নীত করে ক্রমবিবর্ধিত বিমূর্ত ভাবনার সেই স্তরে, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ তার চারিদিকে দৃশ্যমান জগতের বিবিধ রূপ-নির্মিতির সম্পর্কসূত্র উপলব্ধি করতে পারে।

এমন বিশেষ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ব্যক্তির ধারণাসমূহ অত্যন্ত গঠনমূলক আর বিমূর্ত হয়। এঁরা জাগতিক রূপনির্মাণের এমন স্বরূপ ও সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করেন,যা সবার চোখে পড়ে না। এই বিশেষ বুদ্ধিমত্তা যাঁর থাকে তিনি বিবিধ নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে নানা জটিল সমস্যা,মহাজাগতিক(Cosmic)জিজ্ঞাসার সমাধানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। বিভিন্ন পরিস্থিতি ও মানুষের আচার-আচরণসমূহের বিশ্লেষণও এঁদের অভীষ্ট। এঁরা সাধারণত সংখ্যা- বিভিন্ন গাণিতিকসূত্রাদি নিয়ে কাজ করতেই বিশেষ পছন্দ করেন। জটিলতর সমস্যার সমাধানকে এঁরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন। নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠায় এঁরা অত্যন্ত নিয়মানুগ,যৌক্তিক অবস্থান নিয়ে থাকেন।

চাক্ষুষ-স্থানিক বুদ্ধিমত্তা(Visual-Spatial Intelligence): 'একটি ছবি হাজার শব্দের সমান' বা 'দেখাই বিশ্বাস'-আমরা অনেক সময়ই এমন কথা বলে থাকি। বলা বাহুল্য, এটাও এক বিশেষ বুদ্ধিমত্তারই সূচক বা মানদণ্ড। এই বিশেষ বুদ্ধিবলে আমরা চাক্ষুষভাবে বস্তুর গঠন-বিন্যাস-নকশা-রূপনির্মাণ ইত্যাদি যা দেখি তার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কেও ঘটে চলা নানান অবাক করা ঘটনার স্বরূপও উপলব্ধি করি।

চাক্ষুষ-স্থানিক বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেরই চিত্রকলার প্রতি বিশেষ ঝোঁক থাকে। তাঁরা চারপাশে বস্তু, তার গঠন,রঙ, বিন্যাস, এবং রূপনির্মিতির ব্যাপারে বিশেষভাবে অবহিত হন। এঁরা যেমন কাদা-মাটি, কাগজ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন, তেমনই জিগস পাজল(Jigsaw puzzle), মানচিত্র পর্যবেক্ষণের মতো কাজও তাঁদের ভালো লাগে। বলা চলে এঁরা কেবল চর্মচক্ষুতেই দেখেন না, মর্মচক্ষু দ্বারাও অপূর্ব রূপ নির্মাণও করেন।

অন্তর্ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা(Intrapersonal Intelligence): এই বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্রে থাকে আমাদের ব্যক্তিসত্তা এবং চিন্তনশীলতা, এগুলির সাহায্যেই আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে আসতে পারি এং সেইসূত্রে আত্মসত্তাটিকে

Scanned by Scanner Go

যথাযথভাবে বুঝতে পারি। একেই বলে অন্তর্মুখী বুদ্ধিমত্তা। মানুষের প্রবণতার উপর ভিত্তি করেই এই বুদ্ধিমত্তা আগতিক বিষয়বস্তুসমূহের যাথার্থতা(Meaning),উদ্দেশ্য(Purpose) এবং তাৎপর্য(Significance) অনুসন্ধান করে দেখতে চায়।ব্যক্তির সচেতনতাকে নিজের ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত করে আন্তর্ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা ব্যক্তির অন্তর্সত্তা, তার আবেগ,মূল্যবোধ,বিশ্বাস এবং যথাবিধ আধ্যাত্মিকতার বহুস্তরীয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

এই জাতীয় বুদ্ধিমত্তা যে ব্যক্তির পরিচায়ক,তিনি একাকী-নীরবে-নিভৃতে কাজ করতে পছন্দ করেন। আত্মচেতনা আর আত্মসচেতনতাই এঁদের সকল কাজের ভিত্তি। এই কারণেই এইসমস্ত মানুষ নিজেকে অন্তরানুভূতি(Inner Feeling), আত্মগত মূল্যচেতনা(Values), বিশ্বাস(Beliefs),এবং স্বতন্ত্র চিন্তন পদ্ধতিতে গড়েপিঠে নেন। এঁরা হন সৃষ্টিশীল বুদ্ধি আর বিশেষ অন্তর্চেতনার ধারক এবং প্রখরভাবে সজ্ঞাত(Highly intuitive)।নিতান্ত বাহ্যিক বা বহির্জগতের পুরস্কার এঁদের আকৃষ্ট করে না। পরিবর্তে এঁরা পথ চলেন অন্তর্চেতনার আলোয়। এঁরা হন প্রখর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী,আত্মবিশ্বাসী। যেকোনো বিষয়ে সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট মতামত এঁরা দিতে পারেন।

শারীরিক উপলব্ধিগত বুদ্ধিমত্তা(Bodily-Kinesthetic Intelligence): আমরা অনেকময়ই 'করতে করতে শেখা'র কথা বলে থকি। মজার কথা হলো শারীরিক সঞ্চালন(Physical movement) এবং শারীরবৃত্তীয় ধারণা(Knowing of our physical body)-ই কিন্তু আমাদের এই করতে করতে শেখা বিষয়টির মূল ভিত্তি। বলতে গেলে কি করে একটা মোটরবাইকে চড়া যায়, কিভাবেইবা একটি মোটরকে আরেকটি মোটরের সমান্তরালভাবে রাখা যায়,কিভাবেইবা ওয়াল্টজ় নাচ নাচা যায় ইত্যাদি বিবিধ কৌশল রপ্ত করা যায়—তা যৌক্তিক বুদ্ধিবলে যত না আয়ত্ত করা যায়,তার চেয়ে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি আয়ত্ত করা সম্ভব।

শারীরিক উপলব্ধিগত বুদ্ধিমত্তা যার যতো বেশি তার শারীরিক সচেতনতাও সমধিক।সেক্ষেত্র শরীরচালনা,নৃত্য,হস্তকারুশিল্প এবং চরিত্রাভিনয়ের প্রতি শারীরিক উপলব্ধিগত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তির বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। সেই ব্যক্তি অনায়াসে তাঁর শারীরিভাষা বা ভঙ্গির মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে পারেন। অন্যের অনুকরণেও এঁরা সুদক্ষ হন। শারীরিক খেলাধূলা এঁদের প্রিয় বিষয়। বেশিক্ষণ একজায়গায় বসে থাকা বা নিতান্ত অকর্মন্যের মতো সময় কাটানো এঁদের ভীষণ অপছন্দের।

আন্তর্ব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা(Interpersonal): এই বিষয়টি একেবারেই ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির জানা-বোঝা-শেখার সঙ্গে জড়িত। দলগতভাবে কোনো কাজের ক্ষেত্রে সেই দলের অন্তর্ভূক্ত কোনো ব্যক্তি এই বুদ্ধিমত্তা অর্জন করতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন কিভাবে নিজের সঙ্গে দলের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কস্থাপন করতে হবে। এই বোঝাপড়ার সূত্র ধরেই বৃহত্তর ক্ষেত্র গড়ে ওঠে সামাজিক দক্ষতা, যা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

যাঁদের মধ্যে এই বিশেষ বোধ গড়ে ওঠে তাঁরা অচিরেই হয়ে ওঠেন বন্ধুবৎসল। অন্যের পাশে প্রয়োজনে এঁদের সবসময়ই পাওয়া যায়।দলবদ্ধভাবে কাজই এঁদের বিশেষ পছন্দের। এঁরা যেমন অন্যের উপলব্ধি-ধারণার প্রতি সংবেদনশীল হন,তেমনি নিজের চিন্তা-ভাবনাকে অন্যের মধ্যে ছড়িয়েও দিতে পারেন(Pigbacking) অনায়াসে।আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে অন্যকে কোনও বিষয় বুঝিয়ে দিতেও এঁরা বিশেষ পারদর্শী। বিভেদ-বিবাদ মিটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এই বিশেষ বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ ব্যক্তির ভূমিকা অত্যন্ত সদর্থক।

প্রকৃতিবাদী বুদ্ধিমত্তা(Naturalist Intelligence):এই বুদ্ধিমত্তা একান্তভাবেই প্রকৃতিসঞ্জাত। বিশ্বপ্রকৃতিতে নিয়ত ঘটে চলা নানান ঘটনাসূত্রেই এই বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ। প্রকৃতির স্বীকৃতি(Recognition), স্তুতি(Appreciation),বোধ (Understanding) এই বুদ্ধিমত্তার ভরকেন্দ্র। এখানে কোনো বিশেষ প্রজাতির বিচক্ষণতা-প্রকৃতির সাথে তার

Scanned by Scanner Go

সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিভিন্ন উদ্ভিদ(Flora) ও প্রাণীর(Fauna) চিহ্নিতকরণ এবং শ্রেণিকরণও এই বিশষ বুদ্ধিমত্তার এলাকাধীন।

এই বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ ব্যক্তি মাত্রেই বহির্বিশ্ব,তার প্রণীকুল-গাছপালা তথা সমস্ত প্রাকৃতিকসম্পদকেই প্রাণ ঢেলে ভালোবাসেন। আবহাওয়ার উন্নতি-বিনতি থেকে শুরু করে গাছের পাতার পতন-উন্মীলন,বাতাসের ধ্বনি,সৌরতাপের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি,গৃহের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কীট-পতঙ্গ—প্রতিটি বিষয়ই প্রকৃতিবাদী বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্য পায়। এমন বুদ্ধিমত্তায় প্রাণিত যুবক ছারপোকা-পাহাড়ি পাতাসহ নানান প্রাকৃতিক সম্পদের সংগ্রহে মনোনিবেশ করতেই পারে। প্রকৃতিবাদীবুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রকৃতির প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন।

বাদ্য-ছন্দোগত বুদ্ধিমত্তা(Musical-Rhythmic Intelligene): শব্দ আর স্পন্দনই এই জাতীয় বুদ্ধিমত্তার মূল। কেবল সঙ্গীত আর ছন্দেই এর শেষ নয়,শব্দ(Sound),-স্বর(Tone),স্বরকম্প(Beats)-কম্পনশৈলী(Vibrationalattern) শ্রুতি(Auditory)-কম্পন(Vibration)ও কম্পনশৈলী(Vibrational pattern)-এর সঙ্গে তথা সমগ্র সাঙ্গীতিকক্ষেত্রের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধসূত্রে শ্রুতি(Auditory) ও কম্পন(Vibration)এই বুদ্ধিমত্তাকে পরিপুষ্ট করে।

এই বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ ব্যক্তি সঙ্গীত আর ছন্দোশৈলীর বিশেষ গুণগ্রাহী হন। প্রকৃতি এঁদের বিশেষ প্রিয় বিষয়। ঝিঁঝির ডাক, ছাতে বৃষ্টির ধ্বনি,জনতার কোলাহল সবই এঁদের পর্যবেক্ষণের প্রিয় বিষয়। এঁরা অত্যন্ত সৃজনশীল। শব্দ-সুর এঁদেরকে এতটাই প্রভাবিত করে যে, একবারমাত্র শুনেই এঁরা নতুন সুর বেঁধে নিতে পারেন। স্বরে-শব্দে-সুরে এঁরা দৃশ্যত এতটাই আপ্লুত হন যে তার প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে এঁদের চোখে-মুখে। সঙ্গীত সৃষ্টিই শুধু নয়,বহুব্যাপ্ত বিচিত্র সঙ্গীত শুনতেও এঁরা বিশেষ উৎসাহী হন।এঁরা অনুকরণ(Mimiking), যথার্থ উচ্চারণ(AccentS) এবং সমুন্নত বাচনশৈলী (Speech patterns)তে এঁরা বিশেষ দক্ষ হন। তাঁরা সহজাতভাবেই একটি সঙ্গীতবন্ধ(Composition)-এ ব্যবহৃত সাঙ্গীতিক অনুষঙ্গ(Musical instruments)কে পৃথক-পৃথকভাবে চিহ্নিতও করতে পারেন।

Scanned by Scanner Go